অক্টোবর ২০০৮

তথ্যের অধিকার

নাগরিক বার্তাবহ

তথ্য জানার অধিকার : সরকারি উদ্যোগে সচেতনতা শিবির

গত ১২ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ মালদার জেলা শাসক চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্যোগে ২ দিনের সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। মালদার সানাউল্লাহ মঞ্চে দু পর্যায়ে আয়োজিত এই সভায় মোট ৪৫৬ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। যার মধ্যে ছিলেন মালদার সরকারি দফতর ও গ্রাম পঞ্চায়েতের পিআইওরা, পুলিশ কর্মী, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমগুলির প্রতিনিধিরা। উদ্বোধনী ভাষণে, আরটিআই নোডাল অফিসার প্রত্যপর্ণ সিংহ রায় এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা ছাড়াও রাজ্যে তথ্য আইনের প্রয়োগের উদাহরণ দেন। প্রিয়া মালদার পক্ষ থেকে সুব্রত কুন্ডু এই আইনের বিভিন্ন ধারাগুলি ব্যাখ্যার সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এবং এই আইনের বাস্তবায়নের পক্ষের বাধাগুলি বলেন। এ বিষয়ে গম্ভীরা গানও অনুষ্ঠিত শিবিরগুলিতে। শিবিরের শেষে শ্রী সিংহরায় এবং শ্রী কুন্ডু অংশগ্রহণকারীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। নি প্র

এনআরইজিএর স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণার নোটিস

১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা ও তথ্য জানানোর ব্যবস্থা চালু করার জন্য একটি নোটিস জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, ব্লক অফিসের একটি প্রকাশ্য স্থানে ডিসপ্লে বোর্ডে প্রতিমাসে কর্মসূচি রূপায়ণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রকাশ করতে হবে। এই নোটিসটিতে ১০টি বিষয়ের তথ্য প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। সেগুলি হল - জব কার্ড দেওয়া পরিবারের সংখ্যা, কাজ চেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা, কাজ পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা, এই পর্যন্ত মোট কত শ্রম দিবস তৈরি হয়েছে। যারা কাজ চেয়েছেন এমন সব পরিবার গড়ে কতদিন কাজ পেয়েছে। ১০০ দিন কাজ পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা, রিপোর্টের সাথে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ, মোট কটি প্রকল্প এই বছরে শেষ হয়েছে এবং মোট কটি প্রকল্প বর্তমানে চালু আছে।

একইভাবে গত ১৩ মে দফতরটি প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে নোটিস পাঠিয়ে ৯টি বিষয় প্রতি মাসে প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। এই বিষয়গুলি হল- রেজিষ্ট্রিকৃত পরিবারের সংখ্যা এবং জব কার্ড দেওয়া পরিবারের সংখ্যা, কাজ চেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা, কাজ পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা, উক্ত মাসে প্রত্যেক পরিবার গড়ে কতদিন কাজ পেয়েছে, ১০০ দিন কাজ পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা, অনুমোদিত প্রাক্কলনসহ কতদিন কাজ শুরু হয়েছে তার নাম, প্রস্তাবিত খরচ এবং কতগুলি শ্রমদিবস সৃষ্টি হবে তার সংখ্যা। একইসাথে অনুমোদিত প্রাক্কলনসহ কতগুলি কাজ শেষ হয়েছে তার নাম, প্রকৃত খরচ এবং কতগুলি শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে তার সংখ্যা ওই মাসের শেষে মজুত অর্থের পরিমাণ এবং ওই মাসে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণও জানানোর কথা বলা হয়েছিল। নি প্র

তথ্য জানার অধিকার সমীক্ষা

শুধুমাত্র সমাজসেবীদের হাতে আবদ্ধ না থেকে তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫ এমন সাধারণ মানুষের হাতিয়ার হয়ে উঠছে। এমনই মন্তব্য করেছেন ন্যাশনাল ক্যাম্পেন ফর পিপলস্ রাইট টু ইনফরমেশন (বা এনসিপিআরআই) ও রাইট টু ইনফরমেশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যান্ড অ্যানালিসিস গ্রুপ (বা আরএএজি)

দিল্লি ছাড়াও ২০টি রাজ্যে এনসিপিআরআই ও আরএএজি সমীক্ষা চালায় কারা, কী কারণে তথ্য জানার অধিকার আইনটি ব্যবহার করছেন। এই বিষয়ে দ্য পিপলস্ আরটিআই অ্যামেন্ডমেন্ট ২০০৮ শীর্ষক প্রতিবেদন তারা স্পষ্টই জানিয়েছে, এতদিন পর্যন্ত পাওয়া সমস্ত তথ্যই সরকারি তথ্য ছিল ফলে তা খুব একটা নির্ভরযোগ্য ছিল না। এছাড়া বিভিন্ন সমাজ কর্মী-যেমন গণমাধ্যম, আদালত, ব্যবসায়ী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর আরটিআই'এর প্রভাব কতটা পড়েছে- তারা ব্যাখ্যাও এর আগে পাওয়া যায়নি।

গ্রাম ও শহরে আলাদাভাবে সমীক্ষা চালানোর পাশাপাশি সংস্থা দুটি হিন্দি ও ইংরাজীতে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট ও ব্লক থেকে সংগ্রহ করা ৫০০টি কেস ষ্টাডিও সংগ্রহ করেছে। এইসব কেস থেকে বোঝা যায়, নানা কারণে বহু লোক এই আইনটি ব্যবহারে উৎসাহিত হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে জবাব পেয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না তাঁরা। পরস্পরকে সাহায্য করতে তাঁরা বৃহত্তর গোষ্ঠী গঠন করে ইতিমধ্যেই দূষণকারী কারখানা বন্ধ করছেন। এবং দূর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা অনলাইন সহায়ক দল গঠন করে বহু আবেদনকারীকে আবেদন করতেও সহায়তা করছেন।

এই সমীক্ষা থেকে আরো জানা গেছে, গ্রামীণ সমস্যাগুলি সমাধানে এই আইন খুবই কার্যকরী হয়েছে। গ্রামীণ আবেদনকারীদের দুই-তৃতীয়াংশ জবাব পেয়েছেন এবং এক-তৃতীয়াংশ বলেছে তাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে, যদিও তারা হয় তথ্য পাননি কিংবা আংশিক উত্তর পেয়েছেন।

শহরের আবেদনকারীদের মতে চার ভাগের একভাগ আবেদনের জবাব ৩০ দিনের মধ্যে পেলেও বেশিরভাগ আবেদনের উত্তর এসেছে অনেক পরে। নিজস্ব সংকলন

নাগরিক সমাজেরও স্বচ্ছতা দরকার : জগদানন্দ

গত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ এ প্রিয়ার উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন ওড়িশার তথ্য কমিশনার শ্রী জগদানন্দ। ব্রহ্মানন্দ সভাগৃহে আয়োজিত এক সভায় তিনি নাগরিক সমাজের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি পরিবার ও রাষ্ট্র-বহির্ভুত সব সংস্থা, জোট সত্যাদিকে নাগরিক সমাজের অঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। নাগরিক সমাজ এক আদর্শ সমাজের কল্পনা করে নানা রাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধিতা করলে তারা সবসময় তার সঠিক নথিপূর্ণ সমীক্ষা নির্ভর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তিনি এজন্য ৬টি কৌশল অনুসরণ করতে পরামর্শ দেন যেগুলি হল - সচেতন নাগরিক তৈরির জন্য দক্ষতা ও অনুপ্রেরণা বিস্তার, নীতি গঠনের প্রচারের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরি, সংসদ ও বিধানসভা এবং পঞ্চায়েতের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ, বিচার ব্যবস্থার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান এবং নির্বাচনী রাজনীতির সংস্কার। তিনি নাগরিক সমাজের কাজে স্বচ্ছতা আনার জন্য অংশগ্রহণ, ব্যাখ্যা, অভিযোগ গ্রহণ ও তার প্রতিকার প্রভৃতি পথ গ্রহণের কথা বলেন। শ্রী জগদানন্দ বলেন রাষ্ট্রের কাজে স্বচ্ছতা সাথে সাথে নাগরিক সমাজের কাজের স্বচ্ছতা আনাও জরুরি। নি প্র

রাজ্যের পিছিয়ে পড়া গ্রাম : বরাদ্দ ১৮ কোটি

গত ২৫ অগস্ট, ২০০৮ পশ্চিমবঙ্গ সরকার RDCCA বিজ্ঞপ্তি (Anex ১২৬২৩৭) জারি করে ১৮ কোটি টাকা বন্টন করেছে ১০টি জেলাকে। এইসব জেলাগুলির শতকরা ৫ ভাগের বেশি গ্রাম পশ্চাৎপদ। উত্তরবঙ্গের জেলা মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ছাড়াও বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ টাকা পেয়েছে। এই টাকার শতকরা ৭০ ভাগ কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতে, শতকরা ২০ভাগ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সহায়তার জন্য এবং ৩০ শতাংশ টাকা অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছে উত্তর দিনাজপুর, সর্বমোর্ট ৪২,৮৩১,৮৯১ টাকা। যার ১৫০৮ টি গ্রামের ৭৬০টি গ্রামই পশ্চাৎপদ। এছাড়া পুরুলিয়া ৩৬৪৭৬৩২৮ টাকা, মালদা ৩০০৩৮৩০৫ টাকা, বাঁকুড়া ১৫৫৮৮২৩২ টাকা, মুর্শিদাবাদ ১৪১৫৬৪২৩ টাকা, জলপাইগুড়ি ৯৮০৬৩৬৮ টাকা, বীরভূম ৭২৫৬০০৭ টাকা, দক্ষিণ দিনাজপুর ৫৭৫০৯৯৫ টাকা, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ৩৮০৩২৫৩ টাকা পেয়েছে। নি প্র

তথ্যের অধিকার বিষয়ক পত্র পত্রিকা, প্রচারপত্র, পুস্তিকা, অডিও-ভিস্যুয়াল সামগ্রী, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, সরকার ও তথ্য কমিশনের আদেশ, নির্দেশ, ঘোষণা বিনামূল্যে পেতে যোগাযোগ করুন

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার,
৫৮ এ ধর্মতলা রোড বোসপুকুর, কসবা কলকাতা ৭০০০৪২।

তথ্যের অধিকার বিষয়ক পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
রাজ্য হেল্প লাইন ৯৪৩৩৮০১৬২২ নম্বরে
ইমেল: rti@drcsc.org
বাংলা ওয়েবসাইট: www.drcsc.org/rti.html

রূপায়ণ : **অভিজিত দাস**
হরফ বিন্যাস : **শিপ্রা দাস**
সম্পাদক : **সুব্রত কুন্ডু**

ডিএফআইডি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় প্রিয়া-পশ্চিমবঙ্গের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সিভিল সোসাইটি সাপোর্ট প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার ৫৮এ ধর্মতলা রোড বোসপুকুর, কসবা কলকাতা ৪২ থেকে সুব্রত কুন্ডু কর্তৃক মুদ্রিত ও জনস্বার্থে প্রচারিত।